54

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

এবার হাজিরা খাতা ছিনতাই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসীরা একেবারে নতুন একটি ঘটনা ঘটিয়েছে গত রোববার রাতে। কয়েকজন সশস্ত্র মস্তান দারোয়ানের কাছ থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে কলা ভবনে অবস্থিত ইতিহাস বিভাগের ৫ জন শিক্ষকের কক্ষের তালা ভেঙে আর কিছু নয়, ছাত্রদের কয়েকটি হাজিরা খাতা নিয়ে গেছে। খাতাগুলো ৩য় বর্ষ (সম্মান) ও মাস্টার্স ফাইনালের। যাবার সময় সন্ত্রাসীরা কাজ সফল হবার আনন্দেই হয়তো কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে সেলিব্রেট করতে করতে যায়।

ইতিহাস বিভাগ নিয়ম করেছিল যে, ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে হাজিরার হার সন্তোষজনক না হলে তাদের পরীক্ষায় অংশ নিতে দেয়া হবে না। এই নিয়মের অধীনে নাকি সর্বশেষ বার্ষিক পরীক্ষায় বেশ ক'জন শিক্ষার্থীকে অংশ নিতে দেয়া হয়নি। এবার তেমন আশংকা দূর করার জন্যই ক্লাসে গরহাজির ছাত্ররা কিংবা তাদের হয়ে কাজে নামা অস্ত্রধারীরা অদৃষ্টপূর্ব এ অভিযান চালিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসীরা কোন লক্ষ্য স্থির করলে তা প্রায় কখনোই অনর্জিত থাকে না। শিক্ষকদের পাঁচটি কামরার তালা ভেঙে রোলকলের খাতাগুলো নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে সন্ত্রাসীরা তাদের সে ক্ষমতার পক্ষে নতুন একটি প্রমাণ দাখিল করল মাত্র। এখন গতানুগতিক তদন্ত কমিটি করে কি যাবে খাতাগুলো উদ্ধার করা?

বিভাগীয় চেয়ারম্যান নাকি বলেছেন, তাঁর কাছে একটি কোর্সের রোলকল খাতা আছে। সেটার উপস্থিতিকে অন্য কোর্সগুলোর জন্য সাধারণ ধরে নিয়ে হাজিরার হার নির্ধারণ করা হবে। আমরা বলি এ ধরনের ব্যবস্থা নেয়া ন্যায়সঙ্গত হবে না। একটি কোর্সের উপস্থিতির হার দিয়ে অন্যান্য কোর্সের উপস্থিতি মাপার কোন যুক্তি নেই। এতে অনেকের উপর অবিচার হতে পারে।

রোববার রাতে কলা ভবনে যা ঘটে গেল তা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিন্তু নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত কর্তৃত্ব চলে গেছে যাদের হাতে, তাদের জন্য এ ধরনের ঘটনা ঘটানো এখন পানিভাত, যদিও ঘটনাটি নতুন বটে। সন্ত্রাসীদের সামগ্রিক দাপট নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসা না গেলে এ ধরনের ঘটনা ঘটতেই থাকবে। শিক্ষকরা কখনো সখনো শিক্ষার মান উন্নয়নের চেষ্টা চালালেও তা ব্যর্থ করে দেয়া হবে। কর্তৃপক্ষ হয়ে থাকবেন অসহায়, নির্বাক।